গাংনীর কসবায় বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কসবায় কসবা ব্লাড ব্যাংক জনকল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও চিকিৎসাসেবা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ক্যাম্পে শতাধিক রোগীকে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়।

মঙ্গলবার (২০ অক্টোবর) সকাল থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত কসবা পুরাতন বাজারে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে এ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এতে এলাকার বিভিন্ন বয়সী মানুষ চক্ষু পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করেন। বিনামূল্যে এ সেবা পেয়ে উপকৃত হন স্থানীয় রোগীরা।

আয়োজক সংস্থার সভাপতি রাসেল আহমেদ বলেন, “মানুষের সেবা করা এবং অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোই আমাদের মূল লক্ষ্য। অনেক মানুষ অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা নিতে পারেন না। তাঁদের কথা বিবেচনা করেই আমাদের এ উদ্যোগ। ভবিষ্যতেও মানুষের কল্যাণে এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ।”

তিনি আরও বলেন, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এলাকার মানুষের পাশে থাকতে চায় কসবা ব্লাড ব্যাংক জনকল্যাণ সংস্থা। মানুষের সহযোগিতা ও ভালোবাসা নিয়ে সংস্থাটি ভবিষ্যতেও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে।

এ সময় কসবা ব্লাড ব্যাংক জনকল্যাণ সংস্থার সভাপতি রাসেল আহমেদ, সদস্য আশিক, রাশেদ, শিমুল ও সোহেলসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর দুই সীমান্তে ১২ লাখ টাকার ভারতীয় মাদকদ্রব্য উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার দুটি সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ১২ লাখ ২৭ হাজার ৪০০ টাকা মূল্যের ভারতীয় মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে ৪৭ বিজিবি।

মঙ্গলবার দুপুরে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন ৪৭ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি।

বিজিবি জানায়, মঙ্গলবার ভোরে রংমহল বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার খাসমহলে অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন অবস্থায় ১৬ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল ও ৩ হাজার পিস ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা এসব মাদকদ্রব্যের আনুমানিক সিজার মূল্য ৯ লাখ ৬ হাজার ৪০০ টাকা।

অন্যদিকে, ধলা বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার ধলার মাঠে সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালায় বিজিবির আরেকটি টহল দল। এ সময় মালিকবিহীন অবস্থায় ৬ কেজি ভারতীয় গাঁজা, ৪৮০ পিস ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট ও ৫২০ পিস সাইপ্রোহেপ্টাডিন ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। এসব মাদকদ্রব্যের আনুমানিক সিজার মূল্য ৩ লাখ ২১ হাজার টাকা।

বিজিবি আরও জানায়, উদ্ধার করা মাদকদ্রব্য গাংনী থানায় জমা দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় পৃথক দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গাংনীতে ১৩টি আমগাছের চারা

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৮ বছর ধরে নষ্ট জেনারেটর

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রায় আট বছর ধরে নষ্ট হয়ে পড়ে আছে জেনারেটর। হাসপাতালের দোতলায় ওঠার সিঁড়ির নিচে একটি তালাবদ্ধ কক্ষে পড়ে রয়েছে এটি। দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকায় দরজার তালায়ও ধরেছে মরিচা। অথচ বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সময় বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে জেনারেটরটি চালু থাকার কথা। ফলে লোডশেডিং হলে দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের। কখনো কখনো চিকিৎসকদের মোবাইল ফোনের আলো জ্বালিয়ে রোগী দেখতে হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ এই সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রোগী ও তাঁদের স্বজনেরা।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, জেনারেটরটি সাত থেকে আট বছর ধরে নষ্ট রয়েছে। বর্তমানে জরুরি বিভাগে বিকল্প হিসেবে একটি আইপিএস ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভর্তি রোগীদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হলে রোগীদের ভোগান্তি বেড়ে যায়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে জেনারেটর মেরামত না হওয়া কর্তৃপক্ষের উদাসীনতারই পরিচয়। মেহেরপুরের গাংনী একটি বৃহৎ উপজেলা। এ উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ চিকিৎসা নিতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসেন। অনেকে হাসপাতালে ভর্তি থেকে চিকিৎসা নেন। এ অবস্থায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট হলে, বিশেষ করে গরমের সময়, রোগীদের দুর্ভোগ চরমে ওঠে। দ্রুত জেনারেটরটি সচল করার পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

হাসপাতালে ভর্তি রোগী ফাতেমা খাতুন বলেন, “গতকাল শুক্রবার রাতে কিছুটা বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়েছিল। হাসপাতালে ভর্তি থাকলে বিদ্যুৎ না থাকায় রোগীদের অস্বস্তি চরমে ওঠে। আমি কয়েক দিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছি। বর্তমানে হাসপাতালে রোগীর চাপও রয়েছে। হাসপাতালে যাতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকে, সে বিষয়টি দেখার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করছি।”

হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা হাসানুজ্জামান বলেন, “হাসপাতালে লোডশেডিং হলে রোগীদের কষ্ট আরও বেড়ে যায়। শুনেছি, হাসপাতালে জেনারেটর আছে, কিন্তু সেটি সাত থেকে আট বছর ধরে বন্ধ রয়েছে। কর্তৃপক্ষের কার্যকর উদ্যোগের অভাবেই হয়তো এমন অবস্থা হয়েছে। জেনারেটরটি দীর্ঘদিন তালাবদ্ধ থাকায় সেটি আরও নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, মানুষ যেন একটু স্বস্তিতে চিকিৎসাসেবা নিতে পারে, সে জন্য গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দিকে নজর দিন।”

মোছা. সামিয়া সুলতানা বলেন, “কিছুদিন আগে আমার বোনের মেয়েকে হাসপাতালে ভর্তি করেছিলাম। লোডশেডিংয়ের কারণে রাতে থাকতে অনেক কষ্ট হয়েছিল। বিদ্যুৎ না থাকায় রোগী ও স্বজনদের দুর্ভোগের সীমা ছিল না। আমরা জানি, হাসপাতালে জেনারেটর রয়েছে। বিদ্যুৎ না থাকলে অন্তত সেটি চালু থাকার কথা। কিন্তু সারা রাতেও জেনারেটর চালাতে দেখিনি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উচিত, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটির দিকে সুনজর দেওয়া।”

রোগীর স্বজন রাজু আহমেদ বলেন, “দিনে বা রাতে যখনই বিদ্যুৎ চলে যায়, তখনই রোগীদের অস্বস্তিতে পড়তে হয়। হাসপাতালে বিকল্প হিসেবে অন্তত জেনারেটর অথবা আইপিএসের ব্যবস্থা থাকা দরকার। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভালো চিকিৎসা পাওয়া গেলেও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ না থাকায় রোগীদের কষ্ট কম নয়। আশা করছি, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্রুত এ সমস্যার সমাধান করবেন।”

এদিকে গাংনী পল্লী বিদ্যুৎ জোনাল অফিসের এজিএম (ওঅ্যান্ডএম) ফয়সাল হোসেন জানান, তাঁদের বিদ্যুতের চাহিদা ১০ থেকে ১১ মেগাওয়াট। চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ পাওয়া যাচ্ছে। তবে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ লাইনে কাজ করার কারণে সাময়িকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখতে হয়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিসংখ্যানবিদ মো. মনিরুল ইসলাম জানান, গতকাল বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত মোট ১০৪ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন।

হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. মাসুদুর রহমান বলেন, “রোগীদের সঠিকভাবে চিকিৎসাসেবা দিতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রয়োজন। যে সময়টুকু বিদ্যুৎ থাকে না, সে সময় রোগীদের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করতে

জেনারেটর অথবা আইপিএস থাকা দরকার। বর্তমানে এখানে একটি আইপিএস রয়েছে, যা দিয়ে জরুরি বিভাগে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভর্তি রোগীদের জন্য জেনারেটর অথবা অতিরিক্ত আইপিএস প্রয়োজন। বিদ্যুৎ না থাকলে অনেক সময় মোবাইল ফোনের টর্চের আলো জ্বালিয়েও রোগী দেখতে হয়।”

তিনি আরও বলেন, “হাসপাতালের অফিস সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি, জেনারেটরটি সাত থেকে আট বছর ধরে নষ্ট রয়েছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তাঁরা দ্রুত এটি মেরামতের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।”

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য নাজমুল হুদা বলেন, “গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান। উপজেলার অধিকাংশ রোগী এ হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসেন। লোডশেডিং হলে ভর্তি রোগীদের অনেক কষ্ট হয়। তাই হাসপাতালে কীভাবে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়, সে বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করব।”

গাংনীতে বালতির পানিতে পড়ে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে বাড়ির উঠানে রাখা পানিভর্তি বালতিতে পড়ে পলাশ আহমেদ (১১) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার (১৯ অক্টোবর) দুপুর আড়াইটার দিকে উপজেলার ভোলাডাঙ্গা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত পলাশ আহমেদ ওই গ্রামের মো. হারুন বলী ও পপি বেগমের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঘটনার সময় পলাশ বাড়ির উঠানে খেলছিল। তার মা পপি বেগম গরুর গা ধোয়ানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এ সময় অসাবধানতাবশত পলাশ পাশেই রাখা পানিভর্তি বালতিতে পড়ে যায়। পরে তার মা তাকে বালতি থেকে তুলে দ্রুত গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য

কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় পরিবার ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. রাসেল রানা জানান, পানিতে ডুবে যাওয়া শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে আসার পর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। এতে দেখা যায়, হাসপাতালে নেওয়ার আগেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ষোলটাকা ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মো. আরিফুল ইসলাম সুজা জানান, বাড়ির উঠানে খেলার সময় অসাবধানতাবশত বালতির পানিতে পড়ে যায় পলাশ। পরে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী জানান, শিশুটির মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গার ২৪ পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায় ১২ প্লাটুন বিজিবি

শারদীয় দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপন নিশ্চিত করতে চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুরের সীমান্তবর্তী ২৪টি পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায় ১২ প্লাটুন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মোতায়েন করা হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) সূত্রে জানা গেছে, গত ১৬ অক্টোবর থেকে আগামী ২২ অক্টোবর পর্যন্ত বিজিবি সদস্যরা নিয়মিত টহল, গোয়েন্দা নজরদারি ও সমন্বিত নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

বিজিবির নিরাপত্তা পরিকল্পনায় ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তরের তিন কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত দুটি এবং সীমান্তের আট কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত ২২টি পূজামণ্ডপ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিজিবি সদর দপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী এ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

বিজিবি জানায়, সনাতন ধর্মাবলম্বীরা যাতে নির্বিঘ্নে ধর্মীয় উৎসব উদযাপন করতে পারেন, সে লক্ষ্যে স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ, অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও পূজা উদযাপন কমিটির সঙ্গে সমন্বয় করে নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। পাশাপাশি গুজব, অপতথ্য ও সাম্প্রদায়িক উসকানি প্রতিরোধ এবং অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি দ্রুত মোকাবিলায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হবে।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি)-এর পরিচালক ও অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসান বলেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বাংলাদেশের ঐতিহ্য। দুর্গাপূজার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিজিবি সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি জনসাধারণ ও গণমাধ্যমের সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি গুজবে কান না দেওয়া, যাচাই ছাড়া কোনো তথ্য প্রচার না করা এবং সন্দেহজনক ব্যক্তি, বস্তু বা কার্যকলাপ চোখে পড়লে দ্রুত নিকটস্থ বিজিবি ক্যাম্প বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানানোর আহ্বান জানান।

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে উৎসবটি শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় করতে সবার সহযোগিতা কামনা করেছে বিজিবি।

হাসপাতালের পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনায় অসন্তোষ প্রকাশ

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, চিকিৎসক ও জনবল সংকট, ওষুধের ঘাটতি এবং রোগীদের খাবার সরবরাহে

অনিয়মের অভিযোগে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শওকত আরা আক্তার উর্মী। হাসপাতালের বিদ্যমান সমস্যাগুলো স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে তুলে ধরার পাশাপাশি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি।

গতকাল রোববার বিকেল ৪টার দিকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শনকালে এসব কথা বলেন তিনি।

পরিদর্শনকালে শওকত আরা আক্তার উর্মী বলেন, অনলাইন সংবাদমাধ্যম ও পত্রিকায় প্রায়ই হাসপাতালের দুরবস্থার খবর দেখা যায়। গত মাসে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় সিভিল সার্জন তাঁকে জানিয়েছিলেন, হাসপাতালে পর্যাপ্ত চিকিৎসক নেই।

সিজারিয়ান অস্ত্রোপচারের জন্য অ্যানেসথেসিওলজিস্টের সংকট রয়েছে, এমনকি পরিচ্ছন্নতাকর্মীরও অভাব রয়েছে।

তিনি বলেন, “আজ হাসপাতালে এসে জনবল সংকটের পাশাপাশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অত্যন্ত খারাপ অবস্থা দেখেছি। রোগীরা চিকিৎসাসেবা নিতে এসে প্রত্যাশিত সেবা পাচ্ছেন না, অথচ বাধ্য হয়ে হাসপাতালে অবস্থান করছেন। অনলাইন মিডিয়া ও পত্রিকায় রোগীদের খাবার সরবরাহ নিয়েও অনিয়মের অভিযোগ জানতে পেরেছি। বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে দেখা প্রয়োজন।”

হাসপাতালের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সংসদ সদস্য বলেন, হাসপাতালের ভেতরে ডাবের খোসা ও বাদামের খোসা পড়ে থাকতে দেখেছেন। বারান্দায় জমে ছিল পানি। ডেঙ্গু প্রতিরোধে যেখানে পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা জরুরি, সেখানে হাসপাতাল প্রাঙ্গণেই মশার বংশবিস্তারের অনুকূল পরিবেশ থাকা উদ্বেগজনক।

তিনি আরও বলেন, “এভাবে চলতে থাকলে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।”

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতা অভিযানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের ঘোষণার কথা উল্লেখ করে শওকত আরা আক্তার উর্মী বলেন, সারা দেশে এডিস মশার বিস্তার রোধে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। রোববার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উন্নয়ন সমন্বয় সভায় মেহেরপুরে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ার বিষয়টি উঠে এসেছে। ডেঙ্গুর বিস্তার রোধে অসচেতনতার বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

হাসপাতালের সীমিত জনবল ও সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও সেবার মান বাড়ানোর আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, হাসপাতালে ওষুধের সংকট রয়েছে এবং রোগীরা পর্যাপ্ত ওষুধ পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ককে বিদ্যমান ব্যবস্থাপনার মধ্যেই পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা, রোগীদের খাবারের মান বজায় রাখা এবং যথাযথভাবে খাবার সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করার আহ্বান জানান তিনি।

সংসদ সদস্য বলেন, “বিশেষ করে মেহেরপুরে ডেঙ্গু বাড়ছে। তাই আপনাদের যতটুকু জনবল রয়েছে, তা কাজে লাগিয়ে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে।”

হাসপাতালের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, পরিদর্শনে পাওয়া সমস্যা ও বিভিন্ন অভিযোগ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে তুলে ধরবেন। এ বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও আলোচনা করবেন, যাতে সমস্যাগুলোর সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া যায়।

পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম আবু সাঈদ, হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. নাসিম আক্তার, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলামসহ বিএনপির জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

গাংনী সীমান্তে ৬ লাখ টাকার ভারতীয় মালামাল উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ৬ লাখ ১৩ হাজার ৫০০ টাকা মূল্যের ভারতীয় মালামাল উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর ৪৭ ব্যাটালিয়ন।

রোববার (১৮ অক্টোবর) ভোরে কাজিপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার

বর্ডারপাড়া মাঠে অভিযান চালিয়ে এসব মালামাল উদ্ধার করা হয়।

৪৭ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, অভিযানে মালিকবিহীন অবস্থায় ভারতীয় ৫ বোতল মদ, ৮৮০ পিস ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট এবং ১ হাজার ১৪০ পিস সাইপ্রোহেপ্টাডিন ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা মালামালের আনুমানিক সিজার মূল্য ৬ লাখ ১৩ হাজার ৫০০ টাকা।

উদ্ধার করা মালামাল গাংনী থানায় জমা দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মেহেরপুরে সরকারি জমির অবৈধ স্থাপনা অপসারণের নির্দেশ

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া-চুয়াডাঙ্গা-ঝিনাইদহ আঞ্চলিক মহাসড়কের দুই পাশের সরকারি জমিতে গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা সাত দিনের মধ্যে নিজ দায়িত্বে অপসারণের নির্দেশ দিয়েছে সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগ।

সওজের মেহেরপুর উপ-বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চঃদাঃ) মো. মিজানুর রহমান স্বাক্ষরিত এক নোটিশে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

নোটিশে বলা হয়, কুষ্টিয়া (ত্রিমোহনী)-মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা- ঝিনাইদহ (আর-৭৪৫) সড়কের উভয় পাশের সওজের অধিগ্রহণকৃত ভূমি, বিশেষ করে সড়কের শোল্ডার দখল করে অবৈধভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করা হচ্ছে। এতে যানজট সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে।

এতে আরও উল্লেখ করা হয়, সরকারি জমি জোরপূর্বক দখল আইনত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাই নোটিশ পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিজ উদ্যোগে অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করতে হবে। অন্যথায় উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি দখলদারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সওজ বিভাগ বিষয়টিকে জরুরি উল্লেখ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দেশনা বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়েছে।

মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদকের নানি রহিমা খাতুন আর নেই

দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিনের নানি রহিমা খাতুন (৮২) ইন্তেকাল করেছেন।

শনিবার দিবাগত রাত ১টা ২০ মিনিটের দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার উজুলপুর গ্রামের ব্যাংকপাড়ায় নিজ বাসভবনে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, রহিমা খাতুন দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

তাঁর মৃত্যুতে পরিবার ও স্বজনদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মরহুমার রুহের মাগফিরাত কামনায় সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

রবিবার সকাল সাড়ে ১০ টায় উজুলপুর কবরস্থানে জানাজা শেষে দাফন সম্পন্ন হয়।